পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে স্পীকার পদে বিদায়ী ভাষণ

ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ, আপনারা সবাই জানেন যে, মাত্র কয়েক মিনিট-এর মধ্যে আমি এই মহান সংসদের স্পীকার পদ ছেড়ে দিচ্ছি। এর পূর্বে বিদায়বার্তা হিসাবে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেয়ার ঠিক তিন বৎসর পূর্ণ হলো। এই মহান সংসদের স্পীকার পদে দায়িত্ব নেবার আগে আমি শিক্ষা, তথ্য, খাদ্য ও কৃষি, ত্রাণ ও পূর্ত, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম। সরকারের এতগুলো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম বলে প্রশাসনের কার্যপদ্ধতির প্রায়ই জানার সুযোগ হয়। রাষ্ট্রের মন্ত্রী হিসাবে আমাকে বিদেশ সফর করতে হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ এবং কাশ্মীর সমস্যা ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাদি তুলে ধরা ছাড়াও আমি ইউনেস্কো সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেই। আমি যখন পাকিস্তানের স্বার্থে অর্জিত আমার সাফল্যের কথা স্মরণ করি, মন্ত্রী হিসাবে যখন আমি বিদেশে যাই, দেশের জনগণ আমার প্রশংসা করে। আমার মনে পড়ে, বিদেশে পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার ভূমিকার জন্য দেশের প্রথম সারির কিছু দৈনিক সংবাদপত্র বর্ণাঢ্য ভাষায় আমাকে অভিনন্দিত করে। এমনকি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ডেইলি ডন-এর তৎকালীন সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসাইন তাঁর শক্তিশালী লেখনীতে আমার এতদূর প্রশংসা করেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে পাকিস্তান সরকারের কোন মন্ত্রী পাকিস্তানের সমস্যা আমার মতো সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারেন নাই। বর্তমান সংবিধান আরোপিত সীমাবদ্ধতার ভিতর সরকারের মন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের সেবায় আমি সম্ভাব্য সকল উপায়ে সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি। আপনারা সবাই জানেন, মন্ত্রী থাকাকালীন সংসদে সরকারের নীতির পক্ষে আমাকে লড়তে হয়েছে। মৌলভী তমিজুদ্দিনের শোকাকুল মৃত্যুতে আমি এই মহান সংসদের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করি। অনেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকতে এবং এই সংসদে সরকারী নীতির পক্ষ অবলম্বন করায় আমার মনে হয়েছিল এই পদের জন্য আমি মানসিকভাবে উপযুক্ত নই।

হঠাৎ আমি স্পীকার পদে আসীন হই যার চূড়ান্ত নীতি হচ্ছে নিরপেক্ষতা। যে কোনভাবে আমি এই সর্বোচ্চ পদ স্পীকারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি এবং মহান সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় আমি ছিলাম সব সময় নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন। আমি বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সমতা রক্ষা করেছি। কার্যবিধির আওতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু বাকস্বাধীনতা দিতে আমি চেষ্টা করেছি। তবে এই সংসদে বক্তব্য দেয়ার চেয়ে আমি মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিকতার বিধি প্রয়োগ করেছি।

ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ, বিশ্বাস করুন, প্রাসঙ্গিকতা বিধি সত্ত্বেও সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অনেক সময় তিন ঘন্টারও বেশী সময় ধরে খোলাখুলি বক্তব্য রাখার অনুমতি দিয়েছি। এই পদে থাকাকালীন আমি সব সময় অনুভব করতাম, স্পীকার শুধুমাত্র নিরপেক্ষভাবে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে না, সংসদের বাকস্বাধীনতাও রক্ষা করবেন। এই উচ্চপদে আসীন হয়ে আমি সব সময় মনে করতাম, এই সংসদে স্পীকার শুধুমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অধিকারের রক্ষাকবচ নয়, অনেকাংশে সরকারী দলের অধিকারকেও রক্ষা করেন। স্পীকারকে সংসদের প্রত্যেক দলের অধিকার রক্ষা করা উচিত। ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ, আমি স্পীকার নির্বাচিত হলে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মিঃ কর্নেলিয়াস যে কথাটি মনে করিয়ে দেন তা আমার সব সময় স্মরণ হয়। অভিনন্দনপত্রে তিনি আমাকে মনে করিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির ন্যায় জাতীয় সংসদের স্পীকারও ইতিহাসের সমক্ষে পরীক্ষার সম্মুখীন। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির অভিনন্দনপত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যকে আমার বেশী মনে পড়ে।

জাতীয় সংসদের স্পীকার শুধু বর্তমান প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধ নন, ভাবী বংশধরদের প্রতিও তাঁর দায়িত্ব আছে। কারণ স্পীকার কর্তৃক সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা ইঙ্গিত বহন করবে কিভাবে দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করেছিল। অন্য কথায় উচ্চপদে আসীন স্পীকারের কার্য সম্পাদনের মান সংসদের মান-মর্যাদাকে তুলে ধরবে। অনেক সময় সংসদের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং কার্যবিধি মেনে চলার জন্য তাঁকে কঠিন পদক্ষেপ নিতে হয় এবং মাঝে মাঝে তাঁকে নির্বাহী সরকারের বিরুদ্ধে সংসদকে সমর্থন করতে হয়। যে জাতি গণতন্ত্রের কথা বলে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা করে তার জন্য স্পীকার পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার আনন্দ লাগে যে, এই মহান সংসদে স্পীকার থাকাকালে আমাকে কোনদিন আসন ছেড়ে দাঁড়াতে হয়নি কিংবা আমার হাতুড়িকে ব্যবহার করতে হয়নি কিংবা কোন সদস্যকে মন্দ বলতে হয়নি। আমি সব সময় সহযোগিতা পাওয়ার জন্য এই মহান সংসদের কাছে কৃতজ্ঞ। অধিবেশনের শেষের দিনে সরকারী দল এবং বিরোধী দল একজন বিদায়ী

স্পীকার হিসাবে আমাকে সংসদ পরিচালনার জন্য যে অভিনন্দন জানিয়েছেন তা স্মরণ করে আমি নিজেকে আনন্দিত এবং গর্বিত মনে করি। আমি জানি না, এই মহান সংসদ অকৃপণভাবে যে সম্মানের আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত করেছেন তা আমার প্রাপ্য কিনা। আজ আমি নিজেকে এই জন্য সুখী মনে করছি যে, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং দেশবাসীর কাছে একজন মন্ত্রী এবং সংসদের স্পীকার হিসাবে আমার কাজের রেকর্ড রেখে যাচ্ছি, আমি জানি না দেশের কাজে কোন কিছুতে আমি বিফল হয়েছিলাম কিনা। যদি বিফল হয়ে থাকি, দেশবাসী, আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করবেন। আমি একটি ব্যাপারে সন্তুষ্ট যে, যে দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করা হয়েছে, বিবেক এবং বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করে দেশের সেবা করেছি।

ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ, এই সংসদের স্পীকার হিসাবে আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্যিই বেদনাদায়ক। তবু এই সংসদে আর কিছুক্ষণের জন্য হলেও সভাপতিত্ব করার সুযোগ পেয়ে খুশী লাগছে। নতুন বন্ধু পেয়ে এবং পুরনো সাথীদের নতুন করে পেয়ে আমার নিজেকে সুখী লাগছে। প্রথমে সংসদের সদস্যবৃন্দ সব সময় তাঁদের সহযোগিতা দেয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই মহান সংসদ আমার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করায় আমি কৃতজ্ঞ।

আজ এই বিদায় বেলায় পাকিস্তানের মহান রাষ্ট্রপতিকে কৃতজ্ঞতা না জানালে আমি কর্তব্য পালনে বিফল হবো। যিনি আমাকে মন্ত্রী হিসাবে এবং পরবর্তীতে এই সংসদের স্পীকার হিসাবে দায়িত্ব পালনে সব সময় সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমার মনে পড়ে, আমি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতি একটি সরকারী প্রেসনোটের মাধ্যমে আমার কাজের প্রশংসা করেন। আমার সারাজীবন আমি নিঃস্বার্থভাবে সর্ব সামর্থ দিয়ে জনগণের সেবা করেছি। আমি গত ২৫ বছর ধরে জনগণের সেবায় আছি। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আমার সুযোগ হয়। পাকিস্তানের সংগ্রামে আমার ভূমিকার জন্য বৃটিশরা আমাকে কারারুদ্ধ করে। আমি জানি কোন মহৎ কারণে, মানুষের অধিকারের জন্য ত্যাগ করার মাঝে কি আনন্দ আছে। আমি সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রশংসা করছি, আমি স্পীকার থাকাকালীন এবং মন্ত্রী থাকাকালীন আমার কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সৌভাগ্য ও শুভযাত্রা কামনা করছি। আমি পাকিস্তানের সংবাদপত্র বিভাগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি স্পীকারের দায়িত্ব পালনকালে তাঁরা আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়েছেন বলে, আমি সত্যই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ, আমি আনন্দের সাথে বলছি যে, আমার উত্তরসূরী

জনাব আবদুল জব্বার খান আমার চেয়ে অনেক যোগ্য ব্যক্তি হবেন। যদিও তিনি আইন পরিষদে ছিলেন না, তাঁর মধ্যে আছে বিচার বিভাগের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আইন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। আমি নিশ্চিত যে, তিনি তাঁর বংশধরদের সম্মুখে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন। অতি ক্ষণস্থায়ী এই জীবন, এটা এক চলমান ক্রিয়া। আমাদের কাজ ও আচরণ বর্তমান প্রজন্ম এবং উত্তরসূরীদের দ্বারা বিচার্য। আমার যোগ্য উত্তরসূরী আমার চেয়ে বেশী জানেন। আমি নিঃসন্দেহে বলব, সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি সব সময় নিরপেক্ষ থাকবেন।

ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ,

জনাব চৌধুরী ফজল এলাহী সিনিয়র ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একজন প্রবীণ সাংসদ। সংসদে আমি তাঁর কার্যাবলী দেখেছি। সাংবিধানিক ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা ও মেধার আমি প্রশংসা করি। আমি আশা করি, ডেপুটি স্পীকার হিসাবে সংসদের জন্য তিনি এক অমূল্য ব্যক্তি হবেন। অন্য ডেপুটি স্পীকার হবেন হাজী আব্দুল মতিন সাহেব। এর আগে কখনো আইন পরিষদে না থাকলেও তিনি আমার পূর্বসূরী মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। আমি নিশ্চিত তিনি তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছেন। এই সংসদে তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের মাঝে থাকতে পারলে গৌরবান্বিত মনে করব। আমরা সবাই মিলে নিঃস্বার্থভাবে এ মহান সংসদের কাজ চালিয়ে যাব। আমরা যদি সবে মিলে কাজ করে যাই, তাহলে আর অনুশোচনা করতে হবে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের নিঃস্বার্থ ও বিজ্ঞ কার্যাবলীর জন্য আমাদের স্মরণ করবে।

ভদ্রমহোদয়-মহোদয়াগণ, এ মুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব তিনি আমাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগরিত করুন, দেশের সমৃদ্ধি ও প্রগতিতে আল্লাহ সহায়তা করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সবার মঙ্গল করুন।

আমি আপনাদের সবার শুভযাত্রা কামনা করছি। পরিশেষে আমি বিদায় নিচ্ছি।